যায়যায়দিন

তারিখ ... 4 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

মাসিক বেতন ৫০০ টাকা

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ৩৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর মানবেতর জীবনযাপন

এম মামুন হোসেন

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক বেতন মাত্র পাঁচশ' টাকা। ৬ হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় বর্তমানে ৩৪ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি করছেন। এরমধ্যে ১ হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিমাসে পাঁচশ' টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোনো ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পান না।

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুস সাত্তার শিক্ষক বলেন, তিনি গত ১০ বছর ধরে মাত্র পাঁচশ' টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করছেন। তিনি প্রশ্ন করেন এই টাকায় কি সংসার চালানো

বেতন : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বেতন : মাসিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্ভব? তাদের নানা ধার-দেনা করে চলতে হয়। বর্তমান সময়ে কোনো মানুষের পক্ষে পাঁচশ' টাকায় জীবনধারণ করা যায় না। একজন দিনমজুরও মাসে নয় থেকে ১০ হাজার টাকা আয় করেন। তারা দেশের আগামী ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর (শিক্ষক) হয়েও তাদের বেতন মাত্র পাঁচশ' টাকা। তিনি আকুতি জানিয়ে বলেন, তাদের সংসার আছে, সন্তান আছে, তারাও একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চান।

আরেকজন শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, তারা ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক বলে তাদের বেতন নেই, তাদের বেতন পাওয়ার অধিকার নেই। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাসামগ্রী ও আসবাবপত্র নেই, রেজিস্ট্রেশন নেই, তাদের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তির ব্যবস্থাও নেই। তারা ১৭ বছর ধরে শুধুই অবহেলিত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আর এখানে থাকতে চান না। ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষকও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা কত টাকা বেতন পান তা কাউকে বলাও লজ্জাজনক। একমাস পর পাঁচশ' টাকা উঠাতে নানা ফাইল সই করতে করতে পুরো দিন শেষ হয়ে যায়।

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। ২০১১ সালের ১১ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি আবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বেতন-ভাতা বাড়ানোর নির্দেশ দেন। বেতন বাড়ানোর আশ্বাস মিললেও এখনো তা আলোর মুখ দেখেনি। গত ৮ এপ্রিল বেতন বৃদ্ধি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনশন কর্মসূচি পালন শুরু করেন। গত ১২ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আশ্বাসে তারা তাদের অনশন ভঙ্গ করেন। তবে মে মাসের মধ্যে দাবি পূরণ করা না হলে শিক্ষকরা আমরণ অনশনে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে সরকার এক পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক বেতন পাঁচশ' টাকা করা হয়। দেশে ৬ হাজার ৮৪৮টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থাকলেও এরমধ্যে ১ হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিমাসে পাঁচশ' টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোনো ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পান না। বর্তমান সরকার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের সমান করে। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বর্তমানে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা বেতন পান।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ ও সুযোগ সুবিধা এসব প্রতিষ্ঠান পায় না। পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শেষে ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ কোটায় ৫৫ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হলেও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী শেষে শিক্ষার্থীদের কোনো বৃত্তি দেয়া হয় না। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে উল্লেখ করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ঐক্য পরিষদের ভরপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম জয়নুল আবেদীন জিহনী বলেন, পাঁচশ' টাকা দিয়ে কিভাবে সংসার চলে তা তিনিই জানেন না। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে তারাই একমাত্র অবহেলিত। তারা পরিশ্রম করছেন কিন্তু কোনো মূল্যায়ন পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় সরকার প্রতি বছর ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে। তাদের শিক্ষার্থীরা ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শেষে কোনো বৃত্তি পায় না। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই। বেতন বৃদ্ধি ও বৈষম্য দূর করে তিনি শিক্ষকদের সমাজে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে আকুতি জানান।

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করার কিছু নেই। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রিন সিগন্যাল না পাওয়ায় শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব হিমাগারে পড়ে আছে। অর্থ সঙ্কটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এছাড়া শিক্ষা খাতে বাজেটের বৃহৎ অংশ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। এছাড়া বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের প্রায় পুরোটাই আসে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যম হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন না হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।